যুগান্তর

তারিখ 04 SEP 2015
পৃষ্ঠা 20 কলাম 2

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ

গণিতে আতংক শিক্ষার্থীদের

হাসান আদিব, *রাজশাহী থেকে*

সৃজনশীলের আলো-অন্ধকার

রাজশাহীর স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজ। ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। একাধিকবার রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। তবে সৃজনশীল পদ্ধতি নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এখন পর্যন্ত পদ্ধতিটি আয়ত্ত করে উঠতে পারেননি তারা। বিশেষ করে গণিতে আতংকিত বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। বিষয়টি নিয়ে শংকিত অভিভাবকরাও। গণিতের সৃজনশীলে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতার কথা বললেন এই স্কুলের উচ্চতর গণিতের সিনিয়র শিক্ষক ময়েন উদ্দিন আহমেদ। তিনি বলেন, 'সৃজনশীল পদ্ধতি মাঝারি বা দুর্বল মানের শিক্ষার্থীদের জন্য কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় বলে আমি মনে করি। গণিত, উচ্চতর গণিত, পদার্থ, রসায়নসহ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে এই পদ্ধতি সুবিধাজনক নয়। গণিতে তো সম্ভবই না। এক মিনিটে একটি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর করা এই লেভেলের একজন শিক্ষার্থীর পক্ষে অসম্ভব। আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব তো আছেই। শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়ে এ ধরনের একটি

শিক্ষার্থীদের : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজে মাল্টিমিডিয়ায় পাঠদান চলছে যুগান্তর

শিক্ষার্থীদের : গণিতে আতংক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পদ্ধতি চালু করা আসলে শিক্ষার্থীদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়ার শামিল।' তিনি আরও বলেন, 'ছয় বছর হল সৃজনশীল পদ্ধতি চালু হয়েছে। কই কোনো অগ্রগতি তো দেখছি না। তবে আমার মনে হয়, হয়তো একদিন সৃজনশীল পদ্ধতি সবার কাছে বোধগম্য ও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তবে এখন যারা এই পদ্ধতির খড়গ মাথায় নিয়ে খারাপ ফল করছে তারা এই পদ্ধতি প্রয়োগের গিনিপিগ হয়ে সারাজীবন এর মাশুল গুনবে।'

সৃজনশীলে গণিত বুঝতে না পারার কথা জানিয়েছে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী অয়ন আহমেদ। সে বলে, এই পদ্ধতি খুবই কঠিন। আমি চেষ্টা করেও বুঝতে পারছি না। গণিত বিষয় তো কিছুই পারছি না। এই পদ্ধতি ভালো না। আর স্যাররাও ঠিকমতো বোঝায় না। অয়নের কথায় সায় দিলেন তার মা কানিজ রুবাইয়া জামান রিমা। তিনি বলেন, শিক্ষকরা ঠিকমতো বোঝাতে পারছে না। বাচ্চা বুঝছে না। বাসায় যে আমি বোঝাব তাও পারছি না। কারণ শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ নিয়েই বোঝাতে পারছে না, আর আমি এ বিষয়ে না জেনে কীভাবে ওকে পড়াব? পদ্ধতিটা কোনোভাবেই আয়ত্ত করতে পারছি না।

গণিতে সময় স্বল্পতার কথা জানায় বেশিরভাগ শিক্ষার্থী। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী নওশীন আক্তার জানায়, 'গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতির প্রশ্নপত্রের উত্তর করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। অন্যান্য বিষয়ের মতো গণিতের পরীক্ষায়ও তিন ঘণ্টা সময়। কিন্তু প্রশ্ন হাতে পেয়ে ভাবতেই ১৫ মিনিট পার হয়ে যায়। নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর বের করতে সময়ে কুলায় না। গণিতে সৃজনশীল না থাকলে ভালো হতো।' একই ক্লাসের শিক্ষার্থী শাহেদেরও একই মত। সে জানায়, 'আগের পরীক্ষাতে আমি গণিতে ফেল করেছি। নৈর্ব্যক্তিকে ৪০টা প্রশ্নে ৪০ মিনিট সময়। আমি গত পরীক্ষায় মাত্র ২৭টার উত্তর দিতে পেরেছি। বাকি ১৩টা প্রশ্নের উত্তর করার সময়ই পাইনি। এছাড়া ক্লাসে শিক্ষকদের পড়ানো বিষয়ও বুঝতে পারি না।'

সৃজনশীলে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না পাওয়ার কথা অকপটে স্বীকার করছেন সরকারি সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত এই স্কুলটির একাধিক শিক্ষক। সাতজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাদের বেশিরভাগের সৃজনশীল সম্পর্কে ধারণা খুবই কম। এদের মধ্যে ৫ জন তিন দিনের নামমাত্র প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, যা দিয়ে ক্লাসে সৃজনশীল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক ধারণাও দিতে পারছেন না। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কয়েকজন শিক্ষক জানান, সত্যিকার অর্থে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর কেউই ভালো করে সৃজনশীল আয়ত্ত করতে পারেনি। ছয় বছর আগে প্রণীত এই পদ্ধতি ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিতে সরকার চরম ব্যর্থ হয়েছে, যার খেসারত দিতে হচ্ছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের।

তারা আরও জানান, মূল বই ভালো করে পড়লে সৃজনশীলে ভালো করার কথা। তবে শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতির অভাবে সৃজনশীল ভীতি এখন সবার মধ্যে।

উপাধ্যক্ষ এবিএম কমরুদ্দৌলাও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাবের বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি বলেন, আমাদের স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের সংকট নেই বললেই চলে। এছাড়া বেশিরভাগ শিক্ষকই সৃজনশীল বিষয়ে কমবেশি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। আশা করি সরকার দ্রুত সব শিক্ষকের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সৃজনশীল বিষয়টি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে সাবলীল ও সহজবোধ্য করতে পদক্ষেপ নেবে। সদ্য যোগ দেয়া বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষিকা উম্মে আছমা আফিয়া বলেন, 'আমি সৃজনশীলের ওপর দুইবার মাত্র তিন দিন করে প্রশিক্ষণ পেয়েছি। এ বিষয়ে আমার আরও জ্ঞানার্জন দরকার। আরও বেশি দক্ষতা না হলে ক্লাসে শিক্ষার্থীদের বোঝাব কীভাবে? এতে তো শিক্ষার্থীরা বেশ বিড়ম্বনায় পড়বে।'

কাল ছাপা হবে : রাজশাহী অগ্রণী স্কুল অ্যান্ড কলেজ